অবিশ্বাসী দ্বিজের ভ্রান্তি মোচন

মাঝে মাঝে যান প্রভু ভিক্ষা করিবারে।
ভিক্ষা করি আসিতেন বেলা দ্বিপ্রহরে।।
একজন দ্বিজ তার বাড়ী উলাগ্রাম।
গৃহস্থ ব্রাহ্মণ তিনি ষষ্ঠি তার নাম।।
কোলা গ্রামে এসেছিল সাধনা বাটীতে।
দেখিলেন গোস্বামীকে ভকতি করিতে।।
তাহা দেখি ব্রাহ্মণের মনে হ'ল ঘৃণা।
এঁকে যে ভকতি করে নির্ব্বোধ সে জনা।।
অল্পবুদ্ধি, বিদ্যাহীন, নমঃশূদ্র জাতি।
কারে কি জানিয়া এরা করিছে ভকতি।।
সাধনার পিতাকে বলেন সে ব্রাহ্মণ।
'ইহাকে ভকতি কর কিসের কারণ।।
মেয়ে তব সতী-সাধ্বী যোগিনীর প্রায়।
কি লাগি দিয়াছ সঁপে ও টুন্ডার পায়।।
তাহা শুনি নবকৃষ্ণ কহে ব্রাহ্মণেরে।
'সাধু সেবা সবে মিলে করি হর্ষান্তরে।।
কৃষ্ণ তুল্য ব্যক্তি ইনি গ্রন্থে লেখে এই।
সর্ব্ব-রোগী ভোগী-ত্যাগী কৃষ্ণ-তুল্য সেই।।'
ব্রাহ্মণ কহিছে 'ভাল পেয়েছে গোঁসাই।
মহাপাপে মহারোগ হস্তপদ নাই।।'
নবকৃষ্ণ ক্রোধভরে কহে ব্রাহ্মণেরে।
'সাধু নিন্দা কর না এ বাড়ীর উপরে।।'
ব্রাহ্মণ চলিল বড় বিমর্ষ মনেতে।
কি বুঝিয়া সাধু বলে না পারি বুঝিতে।।
ক্রোধ দেখি দ্বিজবর অবাক হইল।
সাত-পাঁচ ভেবে শেষে বাড়ী চলে গেল।।
আর একদিন প্রভু আসে উলা হ'তে।
আমাদায় গিয়াছিল ভিক্ষার জন্যেতে।।
উলার কুঠির পরে দ্বিজবর ছিল।
গোঁসাই এসেছে বেগে দেখিতে পাইল।।
দ্বিজ গোস্বামীকে দেখে ভাবিতেছে মনে।
টুন্ডা বেটা এত বেগে চলিছে কেমনে।।
দেখিয়া চিনিল এই সেই টুন্ডা বেটা।
অঙ্গেতে গলিত কুষ্ঠ সাধু বলে কেটা।।
দশরথ মন্ডলের বাড়ী গিয়া রয়।
পরম ভকতি করে তাহারা সবায়।।
গোস্বামী লোচন আগে ব্রাহ্মণ পশ্চাতে।
চলিছেন মৌন হ'য়ে ভাবিতে ভাবিতে।।
লোচনের শরীর ছিল যে পরিমাণ।
দ্বিগুণ বলিষ্ঠ দেহ করিছে প্রয়াণ।।
ব্রাহ্মণ দেখিয়া তাহা গণে চমৎকার।
ধাবমান হইল লোচনে দেখিবার।।
নবীন মেঘের বর্ণ যাইতেছে দেখা।
উপরে উঠেছে যেন অনলের শিখা।।
হস্ত পদাঙ্গুলী দেখে অক্ষত সম্পূর্ণ।
নাহি কুষ্ঠারোগ সূর্য্য মেঘেতে আচ্ছন্ন।।
দেখিয়া ব্রাহ্মণ বড় মানিল বিস্ময়।
ভাল করে দেখিবারে ধাবমান হয়।।
ধরিতে না পারে নারে নিকটে যাইতে।
যতদূর দূরে আছে ততই দূরেতে।।
গোস্বামী হাঁটিছে স্বাভাবিক ব্যবহারে।
ব্রাহ্মণ দৌড়িয়া কাছে যাইতে না পারে।।
ব্রাহ্মণ যাইত দীঘলীয়া নিমন্ত্রণে।
জ্ঞান হারাইয়া যায় গোস্বামীর সনে।।
গোস্বামী উঠিল নবকৃষ্ণের প্রাঙ্গণে।
'তামাক খাইব' বলে ডাকিল সাধনে।।
পুরুষ বলিতে কেহ বাড়িতে ছিল না।
যতনে তামাক সেজে দিলেন সাধনা।।
ব্রাহ্মণ আসিয়া পরে হৈল উপস্থিত।
অমনি লোচন উঠে চলিল ত্বরিত।।
ভিক্ষাপাত্র রাখি সাধনার নিকটেতে।
ঘাটে গিয়া নামিলেন জলের মধ্যেতে।।